



33790 - ইমামের সাথে মুক্তাদীর অবস্থাসমূহ

প্রশ্ন

আমরা কিছু মানুষকে নামাযে ইমামের অনুসরণে বলিম্ব করতে দেখি। আবার কউে কউে ইমামের আগে সজিদা বা রুকু করে ফলে। আমরা আশা করব, দয়া করে নামাযে ইমামের আগে কোন আমল করা কথিবা ইমামের অনুসরণে বলিম্ব করার হুকুম বর্ণনা করবেন; যাতো আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন আশ-শারহুল মুমতী গ্রন্থে বলেন:

ইমামের সাথে মুক্তাদীর চারটি অবস্থা:

১. ইমামের আগে করা।

২. ইমাম থেকে পছিয়ি থাকা।

৩. ইমামের সাথে সাথে করা।

৪. ইমামের পরপর করা।

এক: ইমামের আগে করা:

অর্থাৎ মুক্তাদী নামাযের কোনও রুকনের ক্ষত্রেই ইমামের তুলনায় এগিয়ে গিয়ে করা। যমেন: ইমামের আগে সজিদা দয়ো কথিবা সজিদা থেকে ওঠা কথিবা রুকু দয়ো কথিবা রুকু থেকে ওঠা। এমনটিকরা হারাম। এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “তোমরা রুকু করো না যতক্ষণ না ইমাম রুকুতে যায়। তোমরা সজিদা করো না যতক্ষণ না ইমাম সজিদায় যায়।” আর নযিধোজ্জাওয়ার মূল হুকুম হলো হারাম হওয়া। বরং কউে যদি বলি: এটিকবীরা গুনাহ তাহলে সটে অত্যুক্তি হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা তোললে তার ক ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরবর্তন করে দবিনে অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতি বানিয়ে দবিনে!” এটি শাস্তরি হুমকি। আর শাস্তরি হুমকি দয়ো কবীরা গুনাহ হওয়ার আলামত।



যে ব্যক্তি নামাযের কার্যাবলি ইমামের আগে করে তার নামাযের হুকুম:

যদি মুক্তাদী জনে-বুঝে স্মরণ থাকা অবস্থায় ইমামের আগে কোনো আমল করে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি না জনে কথিবা ভুলে গিয়ে করে তাহলে তার নামায সঠিক হবে। তবে যদি ইমাম তাকে সংশ্লিষ্ট আমলে পাওয়ার আগে তার ওজর দূর হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ফরিযে যাওয়া ও ইমামের আগে কৃত আমলটি ইমামের অনুসরণে করা আবশ্যিক হবে। যদি সে জনে ও স্মরণে থাকা সত্ত্বেও এমনটি না করে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। অন্যথায় বাতিল হবে না।

দুই: ইমাম থেকে পছিয়ে থাকা:

ইমামের তুলনায় আমলে পছিয়ে থাকা দুই প্রকার:

১. ওজরের কারণে পছিয়ে থাকা।

২. ওজর ছাড়া পছিয়ে থাকা।

প্রথম প্রকার হলো: ওজরের কারণে পছিয়ে থাকা।

এমন ব্যক্তি যি অংশটুকুতে পছিয়ে ছিল সে অংশ সম্পন্ন করে ইমামের অনুসরণ করবে; এতে কোনো সমস্যা নাই। এমনকি যদি পূর্ণ এক বা দুই রুকনও হয়ে থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে যায় বা উদাসীন হয়ে পড়ে কথিবা ইমামের আওয়াজ শুনতে না পায় এবং ইমাম এক বা দুই রুকন এগিয়ে যায়, তাহলে সে যগুলোতে পছিয়ে পড়ছে সেগুলো আদায় করে ইমামের অনুসরণ করবে। তবে যদি ইমাম সে যাই আমলে আছে সেই আমলে চলে আসে তাহলে সে পছিয়ে পড়া আমলগুলো না করে বরং ইমামের সাথে থাকবে। এভাবে ইমামের দুই রাকাত থেকে তার এক রাকাত নামায শুদ্ধ হবে; অর্থাৎ যে রাকাতে সে পছিয়ে পড়ছিল সেই রাকাত এবং ইমাম যাই রাকাতে পৌঁছেছে সেই রাকাত মিলে। এর উদাহরণ হলো:

এক লোক ইমামের সাথে নামায পড়ছে। ইমাম রুকু দিয়েছে, রুকু থেকে উঠছে, সজিদা দিয়েছে, বসছে, দ্বিতীয় সজিদা দিয়ে আবার দাঁড়িয়েছে, কিন্তু লোকটিকে বেল দ্বিতীয় রাকাতে এসে ইমামের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পয়েছে। যমেন বদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে। আমরা ধরে নছি এটি জুমার নামাযে ঘটছে। সে ইমামের সূরা ফাতহির তলোওয়াত শুনতছিল এর মধ্যে বদ্যুত চলে যায়। ইমাম প্রথম রাকাত শেষ করে দাঁড়িয়ে গেলে। এদিকে মুক্তাদী ভাবছে ইমাম প্রথম রাকাতের রুকু এখনো দেননি। মুক্তাদী ইমামকে সূরা গাশিয়া পড়তে শুনল।

আমরা বলব: আপনি ইমামের সাথেই থাকবেন। ইমামের দ্বিতীয় রাকাত আপনার প্রথম রাকাতের বাকি অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম যখন সালাম ফরিাবনে তখন আপনি দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করবেন। আলমেরা বলেন: এভাবে মুক্তাদীর এক রাকাত হবে যা ইমামের দুই রাকাত দ্বারা গঠিত। কারণ সে ইমামকে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় রাকাতে অনুসরণ করেছে। আর



যদি ইমাম তার স্থানে পৌঁছানোর আগে সে নিজেরে পছিয়ে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারে তাহলে সে সেই আমলগুলো আদায় করে ইমামের অনুসরণ করবে। এর উদাহরণ হলো:

এক লোক ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছে। ইমাম রুকু দিয়েছে কিন্তু সে শুনতে পায়নি। তারপর যখন ইমাম ‘সাময়াল্লাহু লমিন হামদিহ’ বলছে তখন সেটা শুনতে পয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আমরা বলব: আপনি রুকু দিয়ে রুকু থেকে উঠুন এবং ইমামের অনুসরণ করুন। আপনি রাকাতটি পয়েছেন বলে গণ্য হবে। কারণ এখানে আপনি ওজরের কারণে পছিয়ে পড়ছেন।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ওজর ছাড়া পছিয়ে পড়া।

এটি হতে পারে কোন রুকনের মধ্যে পছিয়ে পড়া কিংবা এক রুকন পছিয়ে পড়া।

রুকনের মধ্যে পছিয়ে পড়ার অর্থ হলো আপনি ইমামকে অনুসরণে পছিয়ে পড়ছেন, কিন্তু ইমাম যাই রুকনে চলে গেছেন আপনি তাকে সেখানে গিয়ে ধরতে পারবেন। যমেন: ইমাম রুকু দিয়ে ফেলেছেন, অথচ আপনার সূরা পড়ার এক বা দুই আয়াত বাকি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং সূরার বাকি অংশ শেষ করে তারপর রুকুতে গেলেন এবং ইমামকে রুকুতে পেলেন। এখানে রাকাতটি সঠিক হল। কিন্তু কাজটি সুন্নাহর খলোফ। কারণ শরয়ী পদ্ধতি হলো ইমাম যখন রুকুতে পৌঁছানো যাবেন তখনই আপনি রুকু শুরু করে দিবেন। আপনি পছিয়ে থাকবেন না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “ইমাম যখন রুকুতে যাবে তখন তোমরা রুকু করো।”

আর এক রুকন পছিয়ে পড়া বলতে উদ্দেশ্য হলো: ইমাম আপনার এক রুকন সামনে চলে যাওয়া। অর্থাৎ আপনি রুকু করার আগে তিনি রুকু করে উঠে গেছেন। ফকীহরা বলেন: যদি আপনি রুকুতে পছিয়ে পড়েন তাহলে আপনার নামায বাতলি হয়ে যাবে, যমেনভাবে আপনি আগে রুকুতে গেলে আপনার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর যদি সজিদায় যেতে বলিম্ব করেন, তাহলে ফকীহদের মতে আপনার নামায সঠিক হবে। কারণ এটি রুকু ছাড়া অন্য রুকনে পছিয়ে পড়া।

তবে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে: কোনো ওজর ছাড়া যদি কেউ এক রুকন পছিয়ে যায় তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। হোক সেটা রুকু কিংবা রুকু ছাড়া অন্য কিছু। সুতরাং ইমাম যদি প্রথম সজিদা থেকে মাথা তুলে আর মুক্তাদী সজিদায় দোয়া করতে থাকে, তারপর ইমাম দ্বিতীয় সজিদায় চলে যায় তাহলে মুক্তাদীর নামায বাতলি হয়ে যাবে। কারণ মুক্তাদী এক রুকন পছিয়ে পড়ছে। যদি ইমাম তার থেকে এক রুকন এগিয়ে যায় তাহলে অনুসরণ কথায় হলো?

তনি: ইমামের সাথে সাথে করা:

সাথে সাথে করা কথার ক্ষেত্রে বা কাজের ক্ষেত্রে হতে পারে। তাই সাথে সাথে করা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: নামাযের কথাগুলো ইমামের সাথে সাথে করা। শুধু তাকবীরে তাহরীমা ও সালামের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোনো



কথা ইমামের সাথে সাথে করলে নামাযের ক্ষতি হবে না।

তাকবীরে তাহরীমা: ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলা শেষে করার আগে যদি আপনি তাকবীরে তাহরীমা বলেন তাহলে আপনার নামায হবে না। ইমাম তাকবীরে তাহরীমা পুরোপুরি সমাপ্ত করার পরই কেবল আপনি তাকবীরে তাহরীমা বলবেন।

আর সালামের ক্ষেত্রে সাথে সাথে করার ব্যাপারে আলমেরা বলেন: ইমামের সাথে সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় সালাম ফরোনো মাকরুহ। তবে যদি ইমাম প্রথম সালাম ফরোনের পরে আপনি প্রথম সালাম ফরোন এবং ইমাম দ্বিতীয় সালাম ফরোনের পরে আপনি দ্বিতীয় সালাম ফরোন, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু উত্তম হলো ইমাম দুই সালাম ফরোনের পরই কেবল আপনি সালাম ফরোবেন।

আর বাকি কথাগুলো ইমামের সাথে একত্রে করা কিংবা আগে অথবা পরে করার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপনি ইমামকে তাশাহুদ পড়তে শুনলেন, আপনি তাশাহুদ পড়তে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে গেলেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা আর সালাম ছাড়া অন্য কিছু আগে করে ফলেলে এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই এবং ক্ষতি হবে না। অনুরূপভাবে যদি আপনি যোহরের নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার ক্ষেত্রে ‘ওয়ালাদুদাল্লীন’ পড়েন আর তিনি ‘ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাজীন’ পড়েন, তাহলেও সমস্যা নেই। কারণ ইমামের জন্য কখনো কখনো যোহর ও আসরের নামাযে মুক্তাদীকে শুনিয়ে শুনিয়ে তলোওয়াত করা শরিয়তসম্মত; যমেনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো করতেন।

দ্বিতীয় প্রকার: নামাযের কাজগুলো ইমামের সাথে সাথে করা করা। এটি মাকরুহ।

এ প্রকারের উদাহরণ হলো: যখন ইমাম বুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলে মাথা নোয়ানো শুরু করবে তখন আপনি ও ইমাম একসাথে মাথা নোয়ালেন। এটি মাকরুহ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “ইমাম যখন বুকুতে যাবে তখন তোমরা বুকু করবে। ইমাম বুকুতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা বুকু করবে না।”

সজিদার ক্ষেত্রে ইমাম যখন সজিদার জন্য তাকবীর দলি তখন আপনিও সজিদা দলিনে এবং আপনি ও ইমাম একসাথে জমিনে মাথা রাখলেন। এটাও মাকরুহ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলছেন: “ইমাম সজিদায় না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সজিদা করো না।”

চার: ইমামের পরপর করা:

পরপর করাই সুন্নাহ। এর অর্থ হলো: ইমাম নামাযের কাজ শুরু করার সাথে সাথে মুক্তাদী নামাযের কাজ শুরু করা। কিন্তু সাথে সাথে নয়।



উদাহরণস্বরূপ: ইমাম রুকুতে যাওয়ার পরপর আপনি রুকুতে যাবেন, যদিও আপনি মুস্তাহাব ক্বরীত শেষে করেননি, যদিও আপনার এক আয়াত পড়া বাকি রয়েছে। কারণ এটি পূর্ণ করতে গেলে আপনি পছিয়ে পড়বেন। এমতাবস্থায় আপনি আয়াতটি পূর্ণ করবেন না।

সজিদার ক্ষেত্রে: ইমাম সজিদা থেকে উঠে গেলে আপনি ইমামের অনুসরণে উঠে যাবেন। সজিদায় থেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করার চেষ্টা ইমামের অনুসরণ করা উত্তম। কারণ আপনার নামায ইমামের সাথে সম্পৃক্ত এবং আপনি এখন আপনার ইমামের অনুসরণ করতে আদম্টি।”[ঈশৎ পরবির্ততি ও সমাপ্ত][দুখুন: আশ-শারহুল মুমতি (৪/২৭৫)]

ইমাম কোনও রুকনে পৌঁছে যাওয়ার আগে মুক্তাদী সেই রুকন শুরু করবেন না। ইমাম মাটতি তার কপাল রাখার আগে মুক্তাদী তার পঠি ঝাঁকানো শুরু করবেন না।

আল-বারা ইবনে আব্বি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সামিয়াল্লাহু লমিন হামদিহ’ বলতেন তখনও আমাদের কড়ে পঠি ঝাঁকাত না যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজিদায় লুটয়িত পড়তেন। তারপরে আমরা সজিদায় লুটয়িত পড়তাম।”[সহি বুখারী (৬৯০) ও সহি মুসলিম (৪৭৪)]